গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ নিউজলেটার

যোগসূত্র

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

শাখা কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যত করণীয়

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ ও আমানত কার্যক্রম এবং গ্রামের দরিদ্র মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়টি বিশ্ব দরবারে শুধু অভিনন্দিত হয়নি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তি, রাষ্ট্র প্রধানদের গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে গ্রামীণ ব্যাংক এসব তথ্য ওয়েব সাইটে প্রচারসহ মনিটরিং ও ফলোআপ করছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রায় ৭৫ লক্ষ সদস্যের সকল ধরনের তথ্য একত্র করে এক বিশাল তথ্য ভান্ডার তৈরি করে তা রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করছে গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাসমূহ কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে সকল ধরনের তথ্যের আদান-প্রদান যেমন সহজ ও সুলভ হয়েছে, তেমনি তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চাহিদানুযায়ী নতুন নতুন মডিউল সংযোজন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এসব বিবেচনায় ২০০৮ সাল গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ এর জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকলো। এ বছরে যে সব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

সকল শাখা কম্পিউটারায়ন

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সকল শাখাকে কম্পিউটারায়নের আওতায় আনার তাগিদ দেয়ায় গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ থেকে বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল শাখা কম্পিউটারায়ন সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত ২,৫৩৬টি শাখা কম্পিউটারায়নের আওতায় এসেছে।

শতকরা ১০০ ভাগ শাখায় মাসতামামী চালু

২০০৮ সালের শুরুতে পরিকল্পনা করা হয়েছিল কম্পিউটারায়িত সিস্টেম দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাসতামামী সম্পন্ন করার। বছর শেষে এ কর্মসূচিতে ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সিস্টেমে মাসতামামীর মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। ২০০৮ সালে শাখার মাসতামামী সরাসরি কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগে চলে এসেছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীদের আগাম তথ্য প্রদান

মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের তথ্য আগাম পাওয়ার কারণে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে মেয়াদোত্তীর্ণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের সমন্বিত এমআইএস সিস্টেম চালু

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহের চলমান সিস্টেম থেকে ১৫ নং ফরম তৈরি করার পক্ষে গ্রামীণ ব্যাংক জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। যোনসমূহে কর্মশালা ও ১৫ নং ফর্মের ম্যানুয়াল বন্ধের কর্মসূচি জোরদার করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে বর্তমানে সকল যোনের সমন্বিত তথ্য দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১ নং প্রতিবেদন সিস্টেম থেকে তৈরি করা হচ্ছে।

এক নজরে শাখা কম্পিউটারায়ন

ক্রমিক	কর্মসূচি	পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন	হার (%)
১	তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন	২৬৪	২৬৪	১০০
২	শাখা কম্পিউটারায়ন	২,৫৩৬	২,৫৩৬	১০০
৩	ঋণের ম্যানুয়াল বন্ধ	২,৫০০	২,৪৭৭	৯৯
৪	সদস্য আমানতের ম্যানুয়াল বন্ধ	২,৫০০	২,৪৬৫	৯৯
৫	অসদস্য আমানতের ম্যানুয়াল বন্ধ	২,৫০০	২,৩৯৯	৯৬
৬	মাসতামামী	২,৫৩৬	২,৫৩৬	১০০
৭	অটোভাউচার	২,৫৩৬	২,৫৩৬	১০০
৮	১৫ নং ফরম তৈরি	২,৫০০	২,৩৫০	৯৪

এরিয়া ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম অফিসারদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

গ্রামীণ ব্যাংকের সকল যোনে অফিস অ্যাপ্লিকেশনসহ জি-ব্যাংকারের ওপর এরিয়া ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম অফিসারদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কেন্দ্র বিভাজন, কেন্দ্র ও শাখা স্থানান্তর

২০০৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে কার্যক্রমের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কেন্দ্র বিভাজন, কেন্দ্র ও শাখা স্থানান্তর। এ কাজটিও গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভবিষ্যত করণীয়

শাখার সকল প্রকার ব্যালেন্স সঠিক রাখা

ব্যালেন্স সঠিক রাখার গাইড-লাইন অনুসরণ করে ফেব্রুয়ারি'০৯ মাসের মধ্যে যোনের সকল শাখার ব্যালেন্স সঠিক করে তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রভিশন ব্যয়ের ভাউচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি

বর্তমানে প্রভিশন ক্যালকুলেশানশীটের তালিকা থেকে প্রভিশন ও রিজার্ভ যোগ বিয়োগ করে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে লাল প্রভিশন ব্যয়ের ভাউচার তৈরি করতে হয়। ফেব্রুয়ারি'০৯ মাস থেকে প্রভিশন ব্যয়ের ভাউচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেম থেকে তৈরি হবে।

স্বয়ংক্রিয় মাসতামামী

বর্তমানে সিস্টেম থেকে মাসতামামীতে গ্রামীণ ব্যাংক জেনারেল একাউন্টসহ বিভিন্ন খাতে অপারেটরগণকে যোগ বিয়োগ করে সুদের ভাউচার ছাড়তে হয়। ফেব্রুয়ারি'০৯ মাস থেকে এ ধরনের সব ভাউচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। এম.এস. এক্সেল প্রোগ্রামে অতিরিক্ত কোন হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজন হবে না।

চুক্তিযোগ্য টাকা-২ (কু-ঋণ)

ম্যানুয়েলি চুক্তিযোগ্য টাকা-২ (কু-ঋণ) নির্ণয় করায় হিসাবের জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে সঠিকভাবে চুক্তিযোগ্য টাকা-২ (কু-ঋণ) ঘোষণা হয় না। জানুয়ারি'০৯ মাসে সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কু-ঋণ ঘোষণার মডিউল মূল সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

সঠিক আদায় হার নিশ্চিতকরণ

কালেকশানশীটে সঠিক পাওনা কিস্তি নির্ধারণ করে সঠিক আদায় হার নির্ণয়ের লক্ষ্যে পাওনা কিস্তি নির্ধারণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি মূল সিস্টেমে মে'০৯ মাসের মধ্যে সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে।

অটো এমআইএস

বর্তমানে সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে অটো ১৫ নং ফরম সরবরাহ করা হচ্ছে। অটো ১৫ নং ফরম নেয়ার গাইড-লাইন মোতাবেক শাখার প্রকৃত তথ্যের সাথে অটো ১৫ নং ফরমের তথ্য মিলিকরণের লক্ষ্যে সংশোধন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। জুন'০৯ মাসের মধ্যে সকল শাখার ১৫ নং ফরমের ম্যানুয়াল বন্ধের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। জানুয়ারি'০৯ মাসে সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে এরিয়ার সমন্বিত ১৫ নং ফরম তৈরির মডিউল দেয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রতিটি এরিয়ার সমন্বিত ১৫ নং ফরম তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহের সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যাবে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেদন

বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের আওতায় সাপ্তাহিক প্রতিবেদনসমূহ আপগ্রেড করা হয়েছে। মে'০৯ মাসে উক্ত মডিউল সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মূল সিস্টেমে জুড়ে দেয়া হবে। এতে সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে সাপ্তাহিক প্রতিবেদনসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে সরবরাহ করা যাবে। ■

শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার অপারেটরদের কর্মশালা ও পুরস্কার বিতরণ

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে কর্মরত কম্পিউটার অপারেটরদের দায়িত্বাধীন কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার অপারেটর এবং শ্রেষ্ঠ তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়। এলক্ষ্যে গত ১২ই ও ১৮ই নভেম্বর'০৮ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার অপারেটর ২০০৬ ও ২০০৭ এর পুরস্কার বিতরণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালে ২২ জন এবং ২০০৭ সালে ২৯ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৫১ জনের প্রত্যেককে নগদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার উদাত্ত অনুরোধ করেন। ■

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু

গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ ২৬৪টি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে প্রায় ১২০০ প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সকল শাখা কম্পিউটারায়ন করে যাবতীয় সেবা দিয়ে আসছে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা, গতিশীলতা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির প্রত্যয়ে জুন ২০০৭ হতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। এ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা আনায়নকল্পে নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা কার্য, তদন্ত, মজুদ এবং স্থায়ী সম্পদের বাস্তব অস্তিত্ব যাচাই করে চলেছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের সত্যতা যাচাই এবং গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করছে। প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি ইউনিট বছরে ন্যূনতম একবার নিরীক্ষা করার নিমিত্তে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংককে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তথ্যের বিশুদ্ধতা এবং প্রাপ্ত তথ্য নির্ভুলভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী। উক্ত কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা যাচাই করতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ■

গ্রুপ বীমার অর্থ হস্তান্তর

রাজশাহী যোনের আওতাধীন গোমস্তাপুর তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে কর্মরত জুনিয়ার এম.আই.এস অফিসার জনাব মোঃ আহসান হাবীব পরিচিতি নং ৫০২ গত ২৯শে আগস্ট ২০০৮ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না-লিল্লাহে-ওয়া-ইন্নাহি-রাজিউন)। গত ৩রা ডিসেম্বর'০৮ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনুষ্ঠানিকভাবে মরহুমের স্ত্রী ও মেয়ের কাছে গ্রুপ বীমার তিন লক্ষ ও অন্যান্য পাওনা বাবদ মোট ৩,৩১,০৭৪ (তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার চুয়াত্তর) টাকার চেক হস্তান্তর করেন। ■

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

গত ১ থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি'০৯ মাঠ পর্যায়ে কারিগরী সেবা প্রদানে নিয়োজিত জুনিয়র সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিষয়গুলো হলো ঃ Basic Organizational Behaviour, Administrative Issues, Accounts Related Issues, Hardware Related Issues, Computer Fundamentals, Network Setup, Print Server Setup (HP, LBP), Network Problems, Online High Power Long Backup UPS (HPLBU), Laser Printer (HP Leaser Jet 5100, Cannon LBP 2000, Epson 2500)

এ উপলক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা সবাই একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। গ্রামীণ ব্যাংক গরীব মানুষের ব্যাংক। সুতরাং তাদের তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও মসৃণভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সবার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে একযোগে কাজ করতে হবে। ■

সাভারে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু

গত ১১ই জানুয়ারি ২০০৯ হতে গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। গ্রামীণ শিক্ষার সাভারস্থ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে ৮টি কম্পিউটার দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এলাকার সুবিধা বঞ্চিত লোকদেরকে বিশেষকরে মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রকল্পের কারিগরী সহায়তাও প্রদান করছে গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্। নহাটা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান SPIDER হতে ৮টি কম্পিউটার অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে।

গ্রামীণ শিক্ষা দেশের সুবিধা বঞ্চিত গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করে। Corporate Social Responsibility (CSR) এর অংশ হিসেবে গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ এই স্কুলগুলোতে ৪/৫টি কম্পিউটার প্রদান করবে এবং কারিগরী সহায়তা দেবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত অকার্যকর কম্পিউটার যা পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ে দক্ষ কারিগরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যোপযোগী করা হয়েছে। এর ফলে সুবিধা বঞ্চিত গরীব ছাত্র/ছাত্রীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করতে পারবে বলে আশা করা যায়। ■

ভিসিআইপি মধুপুর প্রকল্পের অগ্রগতি

"তৃণমূলে তথ্য প্রযুক্তির নব দিগন্ত" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভিসিআইপি, মধুপুর প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছিল ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে। প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের মধুপুর শাখায় ২টি কম্পিউটার দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের অফিস শহর হতে দূরে হওয়ায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১ বছর পর আরো ৪টি কম্পিউটার সরবরাহ করে পৃথকভাবে অফিস ভাড়া নেয়া হয়। গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ প্রথমবারের মত তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ব্যাংকসহ দেশের তথ্য প্রযুক্তিখাতে খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ এই প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন। সেসময়ে রাজধানীর বাইরে এটিই প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের একমাত্র প্রকল্প। এ প্রকল্পের আদলে বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজ শুরু করেছে। আজকের Tele Center movement এর সূচনা মধুপুর প্রকল্প হতে। এ ধরনের প্রকল্প থেকে entrepreneur সৃষ্টি করে নতুন নতুন প্রকল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ভিসিআইপি, মধুপুর ৫৫টি ব্যাচে মোট ৪৯০ জনকে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেছে এবং ৫৬ নং ব্যাচে ১১ জনের প্রশিক্ষণ চলছে। ■

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের জন্য Laptop কম্পিউটার দিয়ে নতুন সার্ভিস প্যাকেজ

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের গতি সচল রাখার জন্য যোনাল অফিসে ভারপ্রাপ্ত যোন সুপারভাইজারদের তত্ত্বাবধানে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ইত্যাদি অতিরিক্ত হিসেবে রাখা হচ্ছে। এর ফলে ঐ যোনের আওতাধীন যে কোন তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্ভুত পরিস্থিতি দ্রুততার সাথে সামাল দেয়া সহজ হবে।

প্যাকেজ	বিবরণ	বার্ষিক খরচ (টাকা)
০১	২টি ল্যাপটপ, ১টি লেজার প্রিন্টার, ১ জন অপারেটর	১,৭৯,৩৩৪
০২	১টি ল্যাপটপ, ১টি লেজার প্রিন্টার, ১ জন অপারেটর	১,৫৪,৩৩৪
০৩	২টি ল্যাপটপ, ১ জন অপারেটর	১,৪৬,০০০
০৪	১টি লেজার প্রিন্টার, ১ জন অপারেটর	১,২৯,৩৩৪
০৫	১টি ল্যাপটপ, ১ জন অপারেটর	১,২১,০০০
০৬	১জন অপারেটর	৯৬,০০০
০৭	২টি ল্যাপটপ, ১টি লেজার প্রিন্টার	৮৩,৩৩৪
০৮	১টি ল্যাপটপ, ১টি লেজার প্রিন্টার	৫৮,৩৩৪
০৯	২টি ল্যাপটপ	৫০,০০০
১০	১টি লেজার প্রিন্টার	৩৩,৩৩৪
১১	১টি ল্যাপটপ	২৫,০০০

মানিকগঞ্জ যোনে নতুন সিস্টেমে কাজ শুরু ঃ জি ব্যাংকার-৫.০ চালু হলো

গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ ১৯৯৫ সালে প্রথম BLMS (Branch Loan Monitoring System) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের লোন মনিটরিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে উক্ত সফটওয়্যার পর্যায়ক্রমে সংস্করণ করে BLMS পরে GBanker-1 থেকে GBanker-4 তৈরী করা হয়। GBanker-4 এর মাধ্যমে ২,৫৩৮টি শাখার সামগ্রিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সংরক্ষিত তথ্যের আরো স্বচ্ছতা ও সুরক্ষা আনায়নের জন্য গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ এর নিজস্ব প্রোগ্রামার দল GBanker upgrade ভার্সন gBanker-5.0 তৈরি করেছে। gBanker-5.0 এ শাখার কার্যক্রমকে ৬টি মডিউলের (Portfolio, Deposit Banking, Payroll, Inventory, Fixed Asset & Accounting) মাধ্যমে Integrated System করা হয়েছে। এতে শাখার সাস্ত্রি-সাসপেন্স, এসটিডি, বিবিধ ব্যয় ও আন্তঃশাখা লেনদেন হিসাবের ভাউচার ছাড়া আর কোন ভাউচার করা লাগবে না।

মানিকগঞ্জ যোনের শোভাপুর সাভার শাখায় gBanker-5.0 testing এর পর ফেব্রুয়ারি'০৯ মাসে মানিকগঞ্জ, ধামরাই, সাটুরিয়া ও সাভার তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহে install করা হয়েছে। উক্ত ৪টি এরিয়ার সকল শাখায় gBanker-5.0 এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি'০৯ তারিখে মানিকগঞ্জ যোনে সকল এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অপারেটরগণের উপস্থিতিতে gBanker-5.0 lunching কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় থেকে মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব, অবলোকন ও মূল্যায়ন, মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষণ এবং বিভাগ প্রধান অবলোকন ও মূল্যায়ন উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপকদ্বয় প্রথম যোন হিসাবে gBanker-5.0 গ্রহণ করার সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য যোনাল ম্যানেজারসহ এরিয়া ম্যানেজারদের প্রশংসা করেন এবং বলেন gBanker-5.0 বাস্তবায়নের জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। gBanker-5.0 এর মডিউল ভিত্তিক নতুন সংযোজনের বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি মডিউলের এন্ট্রি ও রিপোর্টস স্ক্রিন প্রোজেকশনের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। প্রোজেকশনের ওপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন এবং কয়েকটি প্রস্তাবনাও দেন। মানিকগঞ্জ যোনের যোনাল ম্যানেজার তার সমাপনী বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে gBanker-5.0 এর pioneer হিসাবে আজ থেকে মানিকগঞ্জ যোন তার যাত্রা শুরু করল। gBanker-5.0 এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল যোনের সকল তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এর আওতায় চলে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ■

তৃণমূলে তথ্য প্রযুক্তির নব উদ্যোগ

গ্লোবাল কমিউনিকেশন সেন্টার (GCC)

একটি সামাজিক তথ্য অবকাঠামো (Social Information Infrastructure) গঠনের মাধ্যমে Digital Divide দূরীভূত করে সমাজের বৃহত্তম অথচ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠি (Socio-Economy) এর পরিভাষায় যাকে চিহ্নিত করা হয় BoP অর্থাৎ (Base of the Pyramid) এর অর্থনৈতিক তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি'০৭ এ যাত্রা শুরু করে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস, বাংলাদেশ এবং কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান এর যৌথ তথ্য প্রযুক্তিমূলক গবেষণা প্রকল্প গ্লোবাল কমিউনিকেশন সেন্টার (GCC)। প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ডঃ আশির আহমেদ এবং এতে কাজ করছে একটি এম.আই.এস টিম, একটি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স টিম ও একটি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার্স টিমসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ।

GCC তার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার মধ্যে OVOP (One Village One Portal) অন্যতম। এ প্রকল্পের আওতায় তৈরী করা হয়েছে বাংলাদেশের ৮৫,০০০ গ্রামের জন্য ৮৫,০০০ ওয়েবসাইট ধারণক্ষম একটি প্লাটফর্ম যা গ্রামবাসীকে দেবে তথ্য, উৎপাদন ও broadcast এর সুযোগ। একই সাথে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য তথ্যের মালিকানা। গ্রাম ও গ্রামবাসীদের তথ্য-বাণিজ্য জগতে অনুপ্রবেশ করানোই এর মূল লক্ষ্য। এই সামাজিক তথ্য আন্দোলনের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সূচনার লক্ষ্যে গত ৩১শে জানুয়ারি'০৯ চাঁদপুর জেলার উত্তর মতলব উপজেলার এখলাসপুর ইউনিয়নের কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ ও গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতায় আরও থাকছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার আনিহোলা ইউনিয়ন, রংপুরের চিলমারী উপজেলার থানাহাট ইউনিয়ন, বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার রামপাল ইউনিয়ন এবং সিরাজগঞ্জ-এর তারাইশ উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়ন। ইতিমধ্যে এখলাছপুর ও আনিহোলাতে দুটি পরিক্ষমূলক ইন্টারনেট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গ্রামের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে E-Health সার্ভিস এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা করছে গ্লোবাল কমিউনিকেশন সেন্টার। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংশ্লিষ্টদের চাহিদা পর্যবেক্ষণ ও feasibility study করার জন্য URC (University Research Co., LLC) এর সহযোগিতায় আরবান মবিলাইজড ডক্টরদের উপর একটি সার্ভে পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও JBFH (Japan Bangla Friendship Hospital) এর মোবাইল ফোন ভিত্তিক Tele-Health সার্ভিসের ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথনের অডিও রেকর্ড এ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা ও চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে আরও একটি সার্ভে। এ সকল সার্ভে কার্যক্রমসমূহে GCC এর এমআইএস টিমকে সহযোগিতা করছে BSMMU (Banga-Bandhu Sheikh Mujib Medical University) এর ডাঃ মোস্তফা তৌফিক আহমেদ।

একই ভাবে ICT ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত কৃষি-শিক্ষা ও সেবা গ্রামের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে E-Agriculture ভিত্তিক সার্ভিস বা Application নিয়েও গবেষণা করছে গ্লোবাল কমিউনিকেশন সেন্টার। বর্তমানে বাংলাদেশে Organic Farming এর অবস্থা, চাহিদা ও সুযোগ এবং একই সাথে ICT এর সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে সার্ভে পরিচালিত হচ্ছে। এ কাজে সহযোগিতা করছেন BSMRAU (Banga-Bandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University) -এর ডঃ অবিয়ার রহমান ও BAUM (Bangladesh Agriculture University, Mymensingh) এর ডঃ জুলফিকার রহমান।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের লেনদেন কার্যক্রম সহজ ও দ্রুততর করার জন্য ইলেকট্রনিক পাসবুক (E-Passbook) সিস্টেম তৈরির কাজও করছে GCC। এতে সদস্যগণ পাবে একটি ইলেক্ট্রনিক কার্ড যাতে সংরক্ষিত থাকবে তার হাল নাগাদ হিসাব এবং যা লেনদেন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তনশীল। এর প্রবর্তন দূর করবে পাতার পর পাতা হিসাব লেখার ঝামেলা, বাঁচাবে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে কর্মরত কর্মী ও সদস্যদের মূল্যবান সময়।

গ্রাম অঞ্চলে বৈদ্যুতিক চাহিদা পূরণের বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির জন্য গবেষণা ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে GCC। জাপান থেকে Solar Energy ভিত্তিক অত্যাধুনিক সরঞ্জাম আনা হচ্ছে। এ কাজে সহযোগিতা করছে গ্রামীণ শক্তি ও জাপানের NTT কোম্পানী। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলোতেও এ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। ■

গ্রামীণ ICT সেন্টার, নহাটা

SPIDER, Sweden এর আর্থিক সহযোগিতায় "Appropriate and Sustainable ICT Center for Rural People in Bangladesh" নামের প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৬ সালে। ICT in Rural Development in Bangladesh নামে নহাটা, মাগুরা এলাকাতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে SPIDER, Sweden এর অর্থায়নে KTH, Sweden Ges, Grameen Communications যৌথভাবে এ প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

- পল্লী স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে KTH Sweden Collaborating Partner এর উপস্থিতিতে গত জানুয়ারি'০৮ এ Nohata তে একটি Workshop এর আয়োজন করা হয়।
- মহিলা পল্লী স্বাস্থ্য কর্মীদের ICT অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দুটি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ১২ জন) প্রশিক্ষণ।
- ৩রা মে'০৮-এ ২য় Workshop এর আয়োজন করা হয়। সেখানে KTH এবং SPIDER এর প্রতিনিধি Ms. Lotta Rydstrom উপস্থিত ছিলেন।
- Capacity Building কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শুরু হতে এ পর্যন্ত ২৩ জন মহিলা পল্লী স্বাস্থ্য কর্মীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ হতে কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানসহ কম্পিউটার পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্য হতে ১১ জনকে বাছাই করে Trainer of Trainees (TOT) এর প্রশিক্ষণ চলছে। যা পরবর্তীতে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করবে। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৩০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪৫ জনের প্রশিক্ষণ চলছে।
- ১২টি কম্পিউটারসহ প্রশিক্ষণ ল্যাব, ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, টেলিভিশনসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। NUHAT (Nohata University of Healthcare and Agricultural Technology) এর ২০টি কম্পিউটার নিয়ে আরো একটি আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণে সহায়তা করবে।
- গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ প্রধান কার্যালয় হতে নহাটা Optic Fiber Connectivity (2 MBPS) স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে, যা শেষ হলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া যাবে। ■

সম্পাদক ঃ নাজনীন সুলতানা ঃ গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্, গ্রামীণ ব্যাংক ভবন (৯ম তলা), মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত
ফোন ঃ ৮০২১০৫০-১ (পিএবিএক্স), ফ্যাক্স ঃ ৯০০৫৩৫০, ই-মেইল ঃ gc@grameen.com, web : www.grameen-info.org